রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ২২, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৮ মাঘ, ১৪২৯ মোতাবেক ২২ জানুয়ারি, ২০২৩

নিম্নলিখিত বিলটি ০৮ মাঘ, ১৪২৯ মোতাবেক ২২ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০৬/২০২৩

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৩ সনের ১৩ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩৪ এর—

মূল্য : টাকা ৪.০০

(ক) উপ-ধারা (৩) এর প্রান্তস্থিত ''।'' চিহ্নের পরিবর্তে '':'' চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কর্তৃক প্রবিধানমালা প্রণয়ন না করা পর্যন্ত, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ট্যারিফ নির্ধারণ, পুনঃনির্ধারণ বা সমন্বয় করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "৯০ (নব্বই) দিনের" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "৬০ (ষাট) দিনের" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০৩ সনের ১৩ নং আইনে নূতন ধারা ৩৪ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩৪ক। **ট্যারিফ নির্ধারণ, পুনঃনির্ধারণ বা সমন্বয়ে সরকারের ক্ষমতা।**—এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ভর্তুকি সমন্বয়ের লক্ষ্যে, জনস্বার্থে, কৃষি, শিল্প, সার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহস্থালী কাজের চাহিদা অনুযায়ী এনার্জির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন, পরিবহণ ও বিপণনের নিমিত্ত দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, মজুদকরণ, বিপণন, সরবরাহ, বিতরণ এবং ভোক্তা পর্যায়ে ট্যারিফ নির্ধারণ, পুনঃনির্ধারণ বা সমন্বয় করিতে পারিবে।"

৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২২ (২০২২ সনের ১নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর অধীন কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) গত ১৩ মার্চ ২০০৩ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ (২০০৫ সনের ৩ নং আইন), ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ (২০১০ সনের ৬ নং আইন) এবং ২৬ নভেম্বর ২০২০ (২০২০ সনের ২৫ নং আইন) তারিখে আইনটি মোট তিনবার সংশোধন করা হয়।

বিদ্যমান আইনের ট্যারিফ সংক্রান্ত অধ্যায়ের ধারা ৩৪ মোতাবেক সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে প্রণীত নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণে পাইকারী, বাল্ক ও খুচরা ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, মজুতকরণ, বিপণন, সরবরাহ, বিতরণ এবং ভোক্তা পর্যায়ের ট্যারিফ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) নির্ধারণ করিয়া থাকে। এ ছাড়া, এ আইনে আরো উল্লেখ রহিয়াছে যে, কমিশন লাইসেন্সী এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানী দেওয়ার পর ট্যারিফ নির্ধারণ করিবে। ইতোমধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ট্যারিফ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ সংক্রান্ত প্রবিধানমালা জারি হইলেও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির ট্যারিফ সংক্রান্ত কোনো প্রবিধানমালা জারি হয়নি। ফলে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনের নিরিখে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের ট্যারিফ সমন্বয় করা হইয়া থাকে। এ আইন ও প্রণীত প্রবিধানমালায় বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিইআরসি কর্তৃক বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ট্যারিফ সমন্বয় একটি জটিল এবং সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। বর্ণিত প্রক্রিয়ায় মূল্য নির্ধারণে ন্যূনতম ৩ মাস সময় প্রয়োজন হয়।

বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া বিদ্যুৎ, গ্যাস ও তেলের ট্যারিফ সমন্বয় করা প্রয়োজন। অর্থনীতির গতিকে চলমান রাখিবার স্বার্থে নিয়মিত ও দ্রুততম সময়ে ট্যারিফ সমন্বয়ের লক্ষ্যে বিইআরসি'র পাশাপাশি সরকারের ক্ষমতা সংক্ষণের জন্য আইনটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিষয়টি জরুরি বিবেচনায়, বর্ণিত বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে মর্মে সন্তোষজনভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং জাতীয় সংসদ অধিবেশন চলমান না থাকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩-এর দফা (১)-এর বিধানের আওতায় 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২২' গত ০১-১২-২০২২ তারিখে জারি করেন।

বর্ণিত অধ্যাদেশের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া ইহার আবশ্যকতা বিবেচিত হওয়ায় সংশোধিত আইনে উল্লিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৩' শীর্ষক একটি খসড়া বিল প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, অধ্যাদেশটির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের বৈধতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৩' শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হইল।

নসরুল হামিদ
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd